



114424 - রজব মাসে রুপার আংটি পরা

প্রশ্ন

আমরা ফ্যামলিরি ভাই-বোন প্রত্যেকেকে রুপার আংটি দিয়েছি। আংটির ভেতরে অংশে কচি আরবী সংখ্যা অংকতি আছে। আংটিগুলো বিশেষভাবে রজব মাসে প্রস্তুতকৃত। আমি জানতে চাচ্ছি, এ ধরণে আংটি পরা কি ইসলামে আছে; নাকি নাই?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পুরুষেরে জন্য রটোপ্যনর্মতি আংটি পরা জায়যে যমেনটিনারীদরে জন্যও জায়যে। ইমাম বুখারি (৬৫) ও মুসলমি (২০৯২) আনাস বনি মালকি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে য়ে, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চিঠি লিখিলনে কথিবা লখিতে চাইলনে। তখন তাঁকে বলা হল: তারা সীলমোহর বহীন কোন চিঠি পড়ে না। সয়ে প্রক্ষেপতি তনি একটি রুপার আংটি বানালনে। তাত লেখো ছলি, ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (অর্থ- মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল)। আমি যনে তাঁর হাতে সয়ে আংটির শুভ্রতা এখনো দেখতে পাচ্ছি।”

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর ‘আল-মাজমু’ (৪/৩৪০) গ্রন্থে বলেন: “ববাহতি ও অববাহতি নারীর জন্য রুপার আংটি পরা বধৈ; যমেন তার জন্য স্বর্ণরে আংটি পরা বধৈ। এটি সর্বসম্মত অভিমত। এটি য়ে, মাকরুহ নয়- সয়ে ব্বাপারে কোন ইখতলিাফ নহৈ। খাত্তাবা বলেন: নারীর জন্য রুপার আংটি পরা মাকরুহ। কারণ এটি পুরুষেরে আলামত। তিনি বলেন: যদিকোন নারীর স্বর্ণরে আংটি না থাকে তাহলে সয়ে নারী রুপার আংটি পরতে পারনে তবে জাফরান কথিবা অন্য কোন রঙ দিয়ে এটিকে হলুদ করে নবিনে। খাত্তাবা য়া বলছেন: তা অসঠকি; ভিত্তহীন। সঠকি মত হচ্ছয়ে- এটি পরা নারীর জন্য মাকরুহ নয়।”

এরপর বলেন: “পুরুষেরে জন্য রুপার আংটি পরা জায়যে। সয়ে পুরুষ কোন রাষ্ট্রীয় পদে থাকুন কথিবা না থাকুন। এটিও সর্বসম্মত অভিমত। পক্ষান্তরে সরিয়ীর জনকৈ আলমে থেকে য়ে একটি মত বর্ণতি আছে য়ে- ‘রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদরে জন্য এটি পরা মাকরুহ’ এমন অভিমত বচ্ছিন্নি, কুরআন-হাদসিরে দললি ও সলফে সালহীনদরে ইজমা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। আবদারিও অন্য এক আলমে এ বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করছেন।” [সমাপ্ত]

আংটির উপরে নকশা করা ও কোন কচি লেখোও জায়যে। তবে রজব মাসেরে সাথে এটিকে খাস করার কোন দললি নহৈ। য়ে ব্যক্তি আল্লাহর নকৈট্য লাভরে বশ্বাস নয়ে রজব মাসে আংটি পরল কথিবা বশ্বাস করল য়ে, এ মাসে আংটি পরার বিশেষ ফজলিত রয়ছে সয়ে বদিআতে লিপ্ত হল ও খারাপ কাজ করল।



আংটির উপরে এ বশ্বাস নিয়ে কোন কিছু লখা য়ে, ংটি ভাগ্য পরবিত্তন করব, বদনজর দূর করব, হংসা-বদ্বিষে রোধ করব, জ্বনিকে তাড়াবে ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

সারকথা হচ্ছ- সাধারণভাবে আংটি পরা ও আংটিতে নকশা করা জায়যে। তবে যদি আল্লাহর নকৈট্য হাছলিরে জন্য আংটি পরা হয় কথ্বা বশ্বিষে কোন ংকটি সময়কে আংটি পরার জন্য খাস করে নয়ো হয় কথ্বা বরকতরে নয়িতে আংটি পরা হয় কথ্বা তাবজি হসিবে ংকটি পরা হয় ংগুলোর মধ্যযে শরয় নিষিধোজ্ঞা ংছ।

আল্লাহই ভাল জাননে।